বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের ০৫ - ০৪- ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৭ তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক, নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মহাবিভাগ এর সভাপতিত্বে তার অফিস কক্ষে বিগত ০৫- ০৪ - ১৮ তারিখ বিকাল ৫.০০টায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন (আইসিসি) এর মনিটরিং ইউনিট, পরিপালন ইউনিট, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টিম (আইসিটি) এর ২৭ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আইসিসি এর সকল ইউনিট এর নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ইউনিট পদবী
০১।	মিসেস লুৎফুন নাহার নাজ,উপমহাব্যবস্থাপক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সভাপতি মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
০২।	জনাব মফিজুল ইসলাম, উপমহাব্যবস্থাপক প্রত্যবেক্ষন ও নিরীক্ষা বিভাগ- ২, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সভাপতি নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট
০৩।	মোঃ সালাহউদ্দিন রাজীব , উপমহাব্যবস্থাপক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সিস্টেম বিভাগ	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন
০৪।	মোঃ মামুনুর রশিদ, উপমহাব্যবস্থাপক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অপারেশন বিভাগ	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন
০৫।	মিসেস দিবা রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৬।	জনাব তরুণ কুমার কুণ্ডু , সহকারী মহাব্যবস্থাপক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সভাপতি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৭।	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া, উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৮।	জনাব সুজন চক্রবর্তী , মুখ্য কর্মকর্তা আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০৯।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান , মুখ্য কর্মকর্তা প্রত্যবেক্ষন ও নিরীক্ষা বিভাগ- ২, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
০১০।	জনাব সোহেল রানা , মুখ্য কর্মকর্তা প্রত্যবেক্ষন ও নিরীক্ষা বিভাগ- ১, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম
১১।	জনাব মোহাঃ তাওহীদুল ইসলাম , মুখ্য কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।	সদস্য সচিব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম, মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট

০২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে ২৬ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ টীম এর সভাপতি জনাব তরুণ কুমার কুণ্ডু , সহকারী মহাব্যবস্থাপক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বিগত সভার কার্যবিবরণীর উপর বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয় এবং বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং বিবিধ আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) ০৮- ১১- ২০১৭ তারিখে পরিদর্শনকৃত মোংলা পোর্ট শাখার পরিদর্শন রিপোর্ট প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে ।২৫ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরিশাল বিভাগের ০৩ টি শাখা যথাক্রমে ১২- ০২- ২০১৮ তারিখে বরিশাল মুখ্য অঞ্চলাধীন রায়পাশা শাখা, ১৩- ০২- ২০১৮ তারিখে ঝালকাঠি মুখ্য অঞ্চলাধীন ঝালকাঠি শাখা ও ১৪- ০২- ২০১৮ তারিখে ভোলা মুখ্য অঞ্চলাধীন ভোলা শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে । পরিদর্শন রিপোর্টের মুদ্রণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং কুষ্টিয়া বিভাগাধীন ০৩ টি শাখা এপ্রিল মাসে পরিদর্শন করার এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিভাগাধীন ০২ টি শাখা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।

খ)বিগত ০৫- ০৩- ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার "খ" নং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী ১২- ০৩- ২০১৮ তারিখের পত্র নং ৯৪৫(০২) এর মাধ্যমে আইসিটি সিস্টেম বিভাগ / আইসিটি অপারেশন বিভাগকে অবহিত করা হয় । উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আইসিটি অপারেশন বিভাগ এর পত্র নং ৬৩৭ তারিখ ১৩- ০৩- ২০১৮ এর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে ০৮- ০৩- ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনলাইন শাখার সংখ্যা ২৯৫ টি, One stop /Day one শাখা থেকে ০৯ টি শাখা ম্যানুয়ালি ফিরে এসেছে , অফলাইন ও অনলাইন অপারেশন ভুক্ত ২৫০ টি শাখার মধ্যে গত ০৮- ০৩- ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১০৯ টি শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১০ টি শাখা অনলাইন/ অফলাইন লাইভ অপারেশনে নেওয়ার সময় আমানত/ ঋণ স্থিতি গরমিলের কারণে গুচ্ছ আকারে ৪১ প্রদেয় খাতে ১৩,৬০,৮৮৪/০১ এবং ১৩১ আদায় যোগ্য খাতে ১৭,১৪,৩৯১/২৯ মাত্র রাখা হয়েছে । ৭৩ টি শাখা কোন অসমন্বিত টাকা ৪১ ও ১৩১ খাতে

গুচ্ছ আকারে রাখা হয় নাই এবং অবশিষ্ট ২৬ টি শাখার কোন তথ্য সরবরাহ করে নাই । এ বিষয়ে সঠিক এবং স্বচ্ছ তথ্য প্রদান করার জন্য আই সি টি সিস্টেম / অপারেশন বিভাগকে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । (কার্যকরণঃআইসিটি অপারেশন/ আইসিটি সিস্টেম বিভাগ)

গ) প্রধান কার্যালয়ের ৮ম ও ৯ম দুটি তলার মধ্যবর্তী প্রায় ৫০০০ বর্গ ফুটের মত জায়গা দীর্ঘ দিন খালি/ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যেখানে বিভিন্ন বিভাগের অকেজো, অব্যবহারযোগ্য, ভাংগাচোড়া ফার্নিচার, আলমারী ও বিবিধ পুরোনো নথি পত্র ডাম্পিং করে রাখা আছে । এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের ২৪ তম ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রকিউরমেন্ট বিভাগ এবং সভাপতি, আবাসন ও পুনর্বিন্যাস কমিটিকে ২৩-০১-২০১৮ তারিখে ৭৭৭(২) নং পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং পুনরায় বিগত ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২-০৩-২০১৮ তারিখে বিকেবি এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রকিউরমেন্ট বিভাগ কে পুনরায় ৯৪৪(৩) নং পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কিনা তা অদ্যাবধি অত্র বিভাগকে অবহিত না করায় বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে অবহিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরণঃএস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রকিউরমেন্ট বিভাগ)

ঙ) বিকেবি, প্রধান কার্যালয়ে নবসৃষ্ট অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কার্যাবলী ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিপত্র নং-০১/২০১৫ তারিখ ০৩-০৩-১৫মূলে প্রকাশ করা হয় । এই কার্যাবলীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য Departmental Control Function Checklist(DCFCL) এবং Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls বিবরণী দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী শাখাগুলোর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে Departmental Control Function Checklist(DCFCL) প্রস্তুত করে তা শাখাতেই সংরক্ষন করার এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ত্রৈমাসিক Departmental Control Function Checklist(DCFCL) শাখাসমূহ তাদের সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয় বা আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু শাখা গুলোতে কেবলমাত্র ত্রৈমাসিক অপারেশন রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় এবং প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট টি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে প্রেরণ করা হয় । বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে বারংবার এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে । বিগত ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার "ছ" নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৪-০৩-২০১৮ তারিখে ৯৬৪ নং পত্রের মাধ্যমে সকল মহাব্যবস্থাপক কে তার বিভাগাধীন সকল শাখা কে মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে বিনীত অণুরোধ করা হয়েছে।কিন্তু এই চিঠির প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার কোন পত্রাদি অত্র বিভাগকে প্রদান করা হয়নি। যার কারনে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অত্র বিভাগের কাছে স্পষ্ট নয় ।এমতাবস্থায় সকল শাখাকে এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ পূর্বক প্রতিবেদন গুলো প্রস্তুত করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য সকল মহাব্যবস্থাপক কে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে । (কার্যকরণঃ সকল মহাব্যবস্থাপক,বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়)।

চ) মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত শাখার ত্রৈমাসিক অপারেশনস রিপোর্ট এবং Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls বিবরণী পর্যালোচনায় প্রচুর ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে এ বিভাগ থেকে শাখায়, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথাপিও ভুল-ভ্রান্তির অনাকাঙ্খিত প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ অবস্থায় এমনটি মনে করার যথেষ্ট সংগত কারণ রয়েছে যে, শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত নয় অথবা এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝতে না পেরে দায়িত্বহীনতা ও ঔদাসীন্যতায় এ কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রতিবেদন সমূহ প্রস্তুত করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ওয়াকিবহাল করার জন্য প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই। বিকেবি'র অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়াল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনের আলোকে "অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন" বিষয়ে একটি বিশদ প্রশিক্ষন কোর্সের আয়োজন করা আবশ্যক । বিশদ প্রশিক্ষন কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হলে, শুধুমাত্র দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক অপারেশনস রিপোর্ট ও Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls প্রস্তুত করার পদ্ধতি এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে স্টাফ কলেজের ফ্যাকাল্টি মেম্বার ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক বা একাধিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষন দল গঠন করে প্রতিটি অঞ্চলে সংক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষন দেয়া যেতে পারে। বিগত ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার "জ" নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৪-০৩-২০১৮ তারিখে ৯৬৩ নং পত্রের মাধ্যমে অধ্যক্ষ (মহাব্যবস্থাপক) স্টাফ কলেজ ও উপমহাব্যবস্থাপক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ -৪ কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করার জন্য বিনীত অণুরোধ করা হয়েছে।কিন্তু এই চিঠির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থার কোন পত্রাদি অত্র বিভাগকে প্রদান করা হয়নি। যার কারনে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অত্র বিভাগের কাছে স্পষ্ট নয় ।পুনরায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।(কার্যকরণঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজ ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ -৪)

ছ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অত্র ব্যাংকের অধিকাংশ শাখার হিসাব খোলার সময় এস বি এস-১ , এস বি এস-২ ,এবং এস বি এস-৩ , ফর্ম সংযুক্ত করে না। যার ফলে প্রতিবেদন সংকলন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আপত্তি উথাপিত হয় মর্মে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ হতে জানা গিয়েছে । এছাড়া বিষয়টি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দল কর্তৃক শাখা পরিদর্শন কালেও প্রতিয়মান হয়েছে ।বিগত ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬ তম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালনের যৌথসভার "ঝ" নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১২-০৩-২০১৮ তারিখে ৯৪২ নং পত্রের মাধ্যমে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কে পত্র প্রেরণ করা হলে পত্র নং ৭৫৯ তারিখ ০৪-০৪-২০১৮ এর মাধ্যমে অবহিত করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হিসাব খোলার জন্য একই ধরনের (uniform) ফরম ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে । উক্ত ফরম টি সমস্ত কলাম যথাযথ ভাবে পূরণ করলে অত্র ব্যাংক এ ব্যবহৃত CBS সফটওয়্যার অনুযায়ী SBS-2 ও SBS-3 এর তথ্য পুরন হয়ে যায় । ফলে আলাদাভাবে SBS-2 ও SBS-3 এর অতিরিক্ত ফরম পূরণ করার প্রয়োজন হয়না ।

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইড সুপারভিশন এর ০৭তারিখের ২০১৭/০৫/০৯ এবং পরবর্তীতে ১৭ তারিখের সার্কুলার লেটার ২০১২/১১/ সার্কুলার লেটার নং ১০ অনুযায়ী জাল জালিয়াতি মূলক কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমূল্যায়ন প্রসঙ্গে দুইটি প্রতিবেদন অত্র ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পর্ষদ অডিট কমিটির চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে নিয়মিত ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইড সুপারভিশন

বিভাগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে । বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক যেআঞ্চলিক কার্যালয় হতে শাখা সমূহের সমন্বিত বিবরণীতে জাল জালিয়াতি / মুখ্য আঞ্চলিক , সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলোর তথ্য পাওয়া যায় না ।বাংলাদেশ ব্যাংক এর ৩১তারিখের ডিওএস ২০১৭/১২/(আর এম এম এস বিকেবি (১)২৮/১৫৪ (২০১৭/৫৪৫৬ নং পত্রের জানুয়ারি – জুন ষাণ্মাসিকের Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls প্রতিবেদন পর্যালোচনা পূর্বক Self Assessment of Anti Fraud Internal Controls প্রতিবেদনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন অংশের ০২ নং দফার ক্ষেত্রে অডিট কমিটির সভায় উপস্থাপিত গুরুতর অনিয়ম জাল জালিয়াতির প্রেক্ষিতে সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত স্মারক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত /করার নির্দেশ প্রদান করেন । জাল জালিয়াতির যে সকল ক্ষেত্রে তছরুপ কৃত অর্থ জুন ২৫ বিল সৃষ্টি করে গ্রাহকের হিসাব সমন্বয় করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে Protested / তা অবহিত করন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুযায়ী প্রভিশন রাখা হয় কি না ১৪ সার্কুলার নং BRPD তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০১ বিষয়ে সংঘটিত জাল জালিয়াতি সংক্রান্ত ঘটনার হালনাগাত তথ্য জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহ কে পত্র প্রেরণের এবং ভিজিলেন্স স্কোয়াড বিভাগকেও এ যাবৎ সংঘটিত জাল জালিয়াতির প্রতিবেদন (অনিষ্পন্ন) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(কার্যকরনঃ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ)

ঞ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ম্যানুয়েলের নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অপারেশনস্ রিপোর্ট সমূহ পরীক্ষা মূলক যাচাইয়ের জন্য জেলা প্রধান শাখা ও এডি শাখার প্রতিবেদন বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ে এবং অন্যান্য শাখার প্রতিবেদন অঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরন করা হয় । কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দীর্ঘ্য দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কার্যালয় হতে যাচাইকৃত প্রতিবেদনগুলি অত্র বিভাগে প্রেরন করা হয় না । কিছু কিছু নিরীক্ষা কার্যালয় আংশিক প্রেরণ করলেও বেশির ভাগ মোটেই প্রেরন করে না । ফলে এক ত্রৈমাসিকে তা নিয়মিত করা না গেলে বিষয়গুলি অনিস্পন্ন থেকে যায় এবং এতে করে কাজের দীর্ঘসূত্রিতা তৈরী হয় । বিগত ১৩-১২-১৭ তারিখের ৬২৫(৪) নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় এবং অঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় সমূহকে ত্রৈমাসিক অপারেশনস্ রিপোর্ট সমূহ যথাযথ ভাবে যাচাই করে দ্রুততার সাথে শাখা ওয়ারী যাচাইকৃত প্রতিবেদন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে প্রেরণের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। (কার্যকরনঃ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ)

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৫.০৪.২০১৮

(ননী গোপাল দত্ত)
মহাব্যবস্থাপক
নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মহাবিভাগ
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

নং/প্রকা/অনিবিঃপ্রশা- ৪৪/২০১৪-২০১৮/ ৯০৬৭ তারিখঃ১৫- ০৪- ২০১৮খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১. চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
০২. স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
০৩. স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪. উপমহাব্যবস্থাপক, প্রত্যবেক্ষন ও নিরীক্ষা বিভাগ-১/ প্রত্যবেক্ষন ও নিরীক্ষা বিভাগ-২ (সভাপতি, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন ইউনিট, আইসিসি)/ আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৫. সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা / মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক / আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭. সকল সদস্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন টিম(আইসিটি), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৮. নথি/মহানথি

১৫/৪/২০১৮

(লুৎফুন নাহার নাজ)
উপ -মহাব্যবস্থাপক
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
এবং
সভাপতি
মনিটরিং ও পরিপালন ইউনিট
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।